মেহেরপুরের মাদক দূর্গে কুন্ডু’র আঘাত

সীমান্তবর্তী মেহেরপুর জেলার তিন দিকেই ভারত বেষ্টিত। এইসব সীমানা দিয়ে ভারতীয় ফেন্সিডিল, মদ, হেরোইনসহ নানা মাদক মেহেরপুর হয়ে পৌছে যায় দেশের বিভিন্ন এলাকায়। মেহেরপুরের বুড়িপোতা বাজিতপুর, শালিকা, মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা, আনন্দবাস ও গাংনীর তেুতুলবাড়িয়া, খাসমহল, সহড়াতলা মাদকের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হয়ে দির্ঘদিন ধরে। বর্তমানে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাদক বিরোধী বেশ কিছু অভিযানে এখন অনেকটাই নাস্তানাবুদ জেলার মাদক ব্যবসায়ীরা। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে গত দেড় বছরে ২৯৬ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশের চৌকশ দল। এছাড়াও প্রায় ৯৮ লাখ টাকার মাদক উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ।
মেহেরপুরের মাদক বিরোধী অভিযানে সব থেকে বেশি সফল ও পুরুষ্কার প্রাপ্ত এসআই (সাব-ইন্সপেক্টর) অজয় কুমার কুন্ডু। মাদক বিরোধী সফল অভিযানের কারনে ইতিমধ্যে পুলিশের মাসিক কল্যান সভায় সর্বচ্চ ৭ বার শ্রেষ্ঠ পুলিশ অফিসারের পুরুষ্কার লাভ করেন। অজয় কুমার কুন্ডুর জালে ধরা পড়েছে মেহেরপুরের মাদক সম্রাট খ্যাত সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের জয়নাল, ইয়াবা সম্রাট মারফত আলী, জুয়া ও অস্ত্র ব্যবসায়ী রাসেল, হেরোইন ব্যবসায়ী গাংনীর কাজিপুর গ্রামের আশরাফ আলীসহ ১৫০ শতাধিক মাদক ব্যবসায়ী। মেহেরপুরের মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে অজয় কুমার কুন্ডু এক আতঙ্কের নাম।
জানা গেছে, ২০১৩ সালের সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশে যোগদান করেন অজয় কুমার। পরে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে যোগদান করেন।
অজয় কুমার কুন্ডু বলেন, বর্তমান যুবসমাজকে মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মেহেরপুর যেহেতু সীমান্তবর্তী জেলা সেকারনেই ভারত থেকে সহজেই মাদক প্রবেশ করতে পারে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি মেহেরপুরকে মাদক মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বলেন, একটা সময় ছিল মেহেরপুরে হাত বাড়ালেই যেখানে সেখানে মাদক পাওয়া যেত। যুবক, নারী থেকে শুরু করে শিশুরাও জড়িয়ে পড়েছিল মাদক গ্রহন ও ব্যবসার সাথে। সেই জায়গা থেকে এখন মেহেরপুর অনেকটাই নিরাপদ। আমাদের বেশ কিছু

চৌকশ অফিসার আছে যারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করছে। আমরা আশা করছি পুরোপুরিভাবে মাদক নির্মূল করা না গেলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে মেহেরপুর।

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের করোনা ভ্যাকসিন দেয়া শুরু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দমশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ (ফাইজার) টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রোববার সকাল ৮ টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমের আওতায় আগামী ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত টিকাদান পর্যায়ক্রমে ৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে এ টিকাদান অব্যাহত থাকবে। উদ্বোধনী দিনে ৮টি প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৬ শত ৬৫ জন শিক্ষার্থীকে টিকা দেয়া হচ্ছে।

লৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০০ জন শিক্ষার্থী, চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩০০ জন, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫০ জন, বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১৫ জন, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫০ জন, এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০০ জন, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫০ জন এবং সানঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০০ জন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইপিআই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশিদ জানান, ১২-১৭ বছরের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী এ (ফারজার) টিকা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে (ফারজার) টিকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

‘মুজিব বর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালিত হয়েছে।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে রোববার সকালে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ-আল সামী, সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, সাবেক অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মমিনুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক। আলোচনা সভা শেষে দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

‘ ‘মুজিব বর্ষের সফলতা,ঘরেই পাবেন সকল ভাতা’’ এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুর গাংনী উপজেলায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়েছে। রবিবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা সভাপকক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অফিস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভুমি) নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার কাজি মোহাম্মদ আবুল মুনসুর এর

সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, এসময় আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু,জাতীয়পার্টি (জেপি)র জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল হালিমসহ বিভিন্ন এনজিও সংস্থার পরিচালক,সংস্থার প্রতিনিধি ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে প্রতিবন্ধীদের মাঝে প্রতিবন্ধীকে বিমা শর্তে সুদ মুক্ত ঋণ, প্রতিবন্ধীদের সুবর্ণ নাগরিক কার্ড ও উপকার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় নির্মাণের ২ বছর পার হলেও শেষ হয়নি শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস

আলমডাঙ্গায় শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের ২ বছর পার হলেও শেখ হয়নি শান্তি নিবাসের জন্য বরাদ্দকৃত স্থাপনা। ইট ও ছাদ ঢালাই পর্যন্ত কাজের পর থমকে গেছে নির্মাণ।

পরিত্যক্ত বিল্ডিং এলাকাবাসীদের খড়কাঠি রাখার সুযোগ্য স্থান গড়ে তুলেছে। ঘরের মধ্যে ময়লায় অস্থিত্বহীন হয়ে পড়েছে। উঠতি বয়সের যুবকেরা পরিত্যক্ত ঘরে মধ্যে বিভিন্ন সময় নেশার আড্ডায় মেতে ওঠে বলে স্থানীয়রা জানায়।

এলাকাসূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়াপদায় নির্মাণ হচ্ছে প্রবিনদের সুযোগ্য আশ্রয়ণ কেন্দ্র শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস। গত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে সাবেক জেলা প্রশাসক গোপাল চন্দ্র দাসের উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় এ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া।

২০২০ সালের চলতি অর্থ বছরের মধ্যে শান্তি নিবাসের নির্মাণ কাজ

শেষ করার লক্ষ্যে সার্বিক দায়িত্বপালন করেন সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রাহাত মান্নান। নির্মাণ কাজের ৩০ শতাংশ কাজের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রাহাত মান্নান ও জেলা প্রশাসক গোপাল চন্দ্র দাস বদলি হয়ে যায়। এরপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে প্রবিনদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্থানীয় স্থাপনা শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস। গত ২ বছরে কোন তদারকি না থাকায় মুছে যাচ্ছে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনের উদ্বোধনী বিল বোর্ড। নির্মাণকৃত ঘরের মধ্যে ময়লার স্তুপ ও সাধারণ মানুষের বিচলি, খড়ির ঘরে পরিণত হয়েছে শান্তি নিবাস।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন শেখ হাসিনা শান্তি নিবাসের বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় পরিত্যক্ত ঘর গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ ঘর গুলো ব্যবহার করে খড়ি ও বিচালির গাদা করে রাখছে। দ্রুত এ বিল্ডিং নির্মাণ করা হলে আলমডাঙ্গায় এই প্রথম বৃদ্ধাদের নতুন দুয়ার উন্মোচন হবে।

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ সংলগ্ন কুটুম বাড়ির মিলনায়তনে জেলা জাতীয় পার্টির আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর কমিটি জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুল রাজ্জাকের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক কমিশনার মোঃ মোসলেম আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুল হামিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি মোঃ কামরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক প্রচার সম্পাদক মোঃ মামলত

হোসেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি মোঃ কুতুব উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় শ্রমিক পার্টির সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন সহ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন বছরে নতুন বই হাতে পেলো শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গায় নতুন বছরে নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দে ও হাসি মূখ ভরা শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর স্কুল প্রাঙ্গণ। উদ্দেশ্য, নতুন বই পাওয়া।

খুদে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবকরাও পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শামিল হয়েছেন চুয়াডাঙ্গায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

সারা বাংলাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা ও হানুরবাড়াদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় তিনি বলেন, শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে না পারলে জ্ঞানভিত্তিক জাতি গড়তে পারবো না। আমাদের সন্তানেরা সেটা পারবে। বছরের প্রথম দিন হাতে হাতে বই তুলে দিয়ে আমরা নজির স্থাপন করেছি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন পৃথিবীর উপযোগী হয়ে ওঠে। মানসম্মত মানে শুধু এ দেশের জন্য নয়, পৃথিবীর যেকোনো দেশের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে তারা।
এরপরই হাতে হাতে বই দেওয়া শুরু হয় মঞ্চ থেকে। নতুন বই হাতে হাত উঁচিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। নতুন বই পেয়ে গন্ধ শুঁকে মাঠজুড়ে ছুটোছুটি করছিল শিক্ষার্থীরা।

বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিকাশ কুমার সাহা ও চুয়াডাঙ্গা সদর

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উত্তম কুমার কুন্ডু । এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মীর মোঃ জান্নাত আলী, উপাধ্যক্ষ মোঃ খালিদ সাইফুল্লাহ সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

এসএসসিতে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাফল্য

২০২১ সালের অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরব অর্জন করেছে। এবারের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

১৭জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন গোল্ডেন এ+ ও ১৪ জন এ+ পায়। আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অংশগ্রহণকৃত বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে ফলাফলে প্রথম স্থান লাভ করে। এবং এ ফলাফলে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর জেলার শীর্ষ ফলাফলের তালিকায় থাকার গৌরব অর্জন করে।

এমন সাফল্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস ও আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজা বলেন – বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি। করোনা কালীন সময়ে স্কুল বন্ধ থাকলেও নিয়মিত অন লাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়েছে। এবং প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ অটুট রাখা হয়েছে। এ সাফল্যের পিছনে থাকা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে নতুন বই পেল শিক্ষার্থীরা

মেহেরপুরে নতুন বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মেহেরপুর শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই তুলে দিয়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেশ রঞ্জন রায়, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আফিল উদ্দিন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের পর নতুন বই হাতে নতুন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অভিষেক ঘটবে-এটাই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেশ রঞ্জন রায় জানান, জেলার ৩০৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ চলছে।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেক কাটা ও আলোচনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ পাড়াস্থ জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে কেক কাটা ও আলোচনা সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দীন এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবদল সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা রবি, জেলা ছাত্রদলের সহ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম (মিন্টু), পৌর ছাত্রদলের নেতা বিল্লাল হোসেন, উজ্জল হোসেন, লিটন, ফুড়তি, সাব্বির হোসেন, আবের, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা ইয়াসিন আলী, বাছিম উদ্দীন, জেলা নবীন দলের দপ্তর সম্পাদক সোহাগ আলী, সাকিব, হাসানুর, নাদিমসহ জেলা ছাত্রদলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নেতৃবৃন্দ বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে কার্যালয়ে।

পরে কেক কেটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেন নেতৃবৃন্দরা। বেগম খালেদা জিয়াসহ দেশব্যাপী সকল সদস্যদের সুস্বাস্থ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।